সমকাল

তারিখ ০৪ APR 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

প্রাথমিকে মেধাবীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষার প্রথম পাঠ দেওয়া হয় প্রাথমিক পর্যায়ে। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে মেধাবীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। সেখানে মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। গতকাল শুক্রবার 'প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন, প্রতিবন্ধকতা এবং করণীয়' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন। জাতীয় প্রেস ক্লাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে জাতীয় প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ফাউন্ডেশন।

সেমিনারে বক্তারা

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। ফাউন্ডেশনের সভাপতি শাহীনুর আকতারের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক নবী হোসেন তালুকদার প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ পেশ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক।

মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া পূরণ হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু মনে হচ্ছে, জাতির চাহিদা অনুসারে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। অনেক শিক্ষকের পেশার প্রতি দায়িত্ববোধ কম। কারণ দেশে ২০ লাখ শিক্ষক রয়েছেন। কিন্তু জাতির মেরুদণ্ড সোজা হচ্ছে না।' নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবির পাশাপাশি পেশার প্রতি আরও মনোযোগী হওয়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান মন্ত্রী।

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, প্রাথমিকে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। কারণ প্রাথমিক শিক্ষাই জাতি গঠনের মূল ভিত্তি। এ পেশায় মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে।

মূল প্রবন্ধে প্রাথমিকে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের পাঠদান ব্যতীত অন্য কোনো কাজে সম্পৃক্ত না করা, শিক্ষকস্বল্পতা দূর করা, মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে বেতন স্কেল বাড়ানো, সব পর্যায়ে অভিন্ন সময়সূচি প্রবর্তন, যুগোপযোগী নিয়োগবিধি প্রণয়নসহ ১০ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়।